Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমার আমলে অধঃপতনে করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিয়া হক মিতু

রোলঃ 228020632

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমার আমলে অধঃপতনে করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিয়া হক মিতু

রোলঃ 228020632

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আমার আমলে অধঃপতনে করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানিয়া হক মিতু, আইডিঃ 228020632 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আমার আমলে অধঃপতনে করণীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

তানিয়া হক মিতু

আইডিঃ 228020632

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা-চেতনা, কর্মপন্থা ও জীবনধারা দ্রুত বদলাচ্ছে। বিশেষ করে মুসলিম সমাজে আমলের (ধর্মীয় কাজ) প্রতি উদাসীনতা দিনদিন বাড়ছে। এক সময় যে সমাজ ইবাদতে লিপ্ত থাকত, সেই সমাজ আজ ধর্মীয় কাজে অনীহা দেখাচ্ছে। এই পতনের পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ—আত্মতুষ্টি, শয়তানের ধোঁকা, দুনিয়ার মোহ, ইসলামী শিক্ষার অভাব এবং আল্লাহভীতির অভাব ইত্যাদি। এ থিসিসে আমরা আমলী অধঃপতনের মূল কারণ, প্রভাব এবং তা থেকে মুক্তির কার্যকর উপায়গুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে আমলের প্রতি অনীহা, গুনাহকে হালকাভাবে দেখা এবং আত্মসমালোচনার ঘাটতি ক্রমেই উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ কুরআন ও হাদীসে আমলের গুরুত্ব বহুবার বর্ণিত হয়েছে। যেমন, কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

— “সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তবে তারা নয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে।” (সূরা আসর, আয়াত ১-৩)

এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র ঈমান আনা যথেষ্ট নয়; বরং সৎকর্ম বা আমলও আবশ্যক।

একটি হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন:

"কিয়ামতের দিন মানুষের আমলের পাল্লা ভারী হবে তার উত্তম চরিত্র ও নেক আমলের কারণে।” — (তিরমিজি: ২০০২, ইমাম তিরমিজি রহ.)

অধ্যায় ১: আমলী অধঃপতনের পরিচয়

আমলের সংজ্ঞা

ইসলামী পরিভাষায় 'আমল' বলা হয় এমন সকল কাজকে যা ইমানের ভিত্তিতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। আমল দুই প্রকার:
১. ইবাদতমূলক আমল (যেমন—নামাজ, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি),
২. সাধারণ নেক কাজ (যেমন—সত্য বলা, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, মানুষের উপকার করা ইত্যাদি)।

ইবনু কাসীর (রহ.) বলেন:

> **"আমল হলো, অন্তরের ইমান এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন।"**

— (তাফসির ইবনু কাসীর, সূরা আল-আসর, আয়াত ৩, পৃষ্ঠা: ৫৪২)

আমলী অধঃপতনের সংজ্ঞা

আমলী অধঃপতন বলতে বোঝায়—

> ইমান থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি যখন নিয়মিত ইবাদত ও নেক কাজ থেকে সরে যায়, গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, অথবা আমলের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে, তখন তার অবস্থাকে আমলী অধঃপতন বলা হয়।

এই অবস্থা এমন এক মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক দুর্বলতা, যার কারণে ব্যক্তি পরকালের চিন্তা ভুলে গিয়ে দুনিয়ার মোহে বিভোর হয় এবং তার ইবাদত, তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কুরআনের আলোকে ব্যাখ্যা

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

তাফসির ইবনু কাসীর
— "তাদের পর এমন এক দল এসেছে যারা সালাত নষ্ট করেছে এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেছে। তারা অবশ্যই ধ্বংসে নিপতিত হবে।"

(সূরা মারইয়াম: ৫৯)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে, যারা আমলের (বিশেষত সালাত) প্রতি গাফিল হয়, তারা একপ্রকার ধ্বংসের মুখোমুখি।

হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা

রাসূল (সা.) বলেন—

> **"আল্লাহর সাথে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হচ্ছে, সময়মতো সালাত আদায় করা।"**

— (সহীহ বুখারী: ৫২৭, ইমাম বুখারী রহ.)

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন—

> **"যে ব্যক্তি আমাদের মত দেখতে, আমাদের মত কথা বলে, কিন্তু আমাদের আমল করে না—সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"**

— (মুসনাদে আহমদ: ১৮৯৪৫, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ., বাগদাদ)

মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গি

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বলেন:

> **"ইমান হলো একটি গাছের মতো, আর আমল হলো তার ডালপালা ও ফল। যদি আমল না থাকে, তবে ইমানেরও অপূর্ণতা থাকে।"**

— (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৫৭

সহীহ বুখারী, মুসনাদে আহমদ, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন

অধ্যায় ২: আমলী অধঃপতনের কারণসমূহ

মানুষ যখন নেক আমল থেকে দূরে সরে যায়, তখন তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং এর পেছনে থাকে নানা ধরণের কারণ, মানসিকতা ও পারিপার্শ্বিক চাপ। নিচে আমলী অধঃপতনের কয়েকটি প্রধান কারণ আলোচনা করা হলো:

১. ঈমানের দুর্বলতা

আসলে আমলের ভিত্তিই হলো ঈমান। যদি ঈমান দুর্বল হয়, তাহলে আমলের প্রতি আগ্রহ স্বাভাবিকভাবে কমে যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

— **"বিশ্বাসীদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণে কেঁপে ওঠে।"**
(সূরা আনফাল: ২)

যার হৃদয়ে ঈমানের জোর কমে যায়, তার মধ্যে এই স্পর্শকাতরতা থাকে না। ফলে আমল থেকেও সে গাফিল হয়ে পড়ে।

২. দুনিয়ার মোহ ও ব্যস্ততা

দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

আল্লাহ বলেন—

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

— **"তুমি তাদেরকে খেতে দাও, উপভোগ করতে দাও, তাদেরকে আশা বিভ্রান্ত করুক— অচিরেই তারা জানবে।"**
(সূরা হিজর: ৩)

সূরা আনফাল, সূরা হিজর

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবি ব্যস্ততাকে বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৩. নফসের প্রবৃত্তির অনুসরণ

নফসের শত্রুতা সুক্ষ্ম এবং ধ্বংসাত্মক। এটি মানুষকে গুনাহের প্রতি প্রলুব্ধ করে এবং নেক আমল থেকে বিরত রাখে।

হাদীসে এসেছে—

"তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু হলো তোমার নিজের নফস, যে তোমার ভেতরে অবস্থান করে।"
— (মুসনাদে বাযযার: ৪২৮৫, হাদীসটি হাসান)

৪. শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রভাব

শয়তান সবসময় চেষ্টা করে মানুষকে আল্লাহর পথে বাঁধা দিতে। সে আমলের আগ্রহ নষ্ট করে দেয়, নানা যুক্তি দেখিয়ে গাফিল করে তোলে।

আল্লাহ বলেন—

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

— "নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, সুতরাং তোমরা তাকেই শত্রু মনে কর।"
(সূরা ফাতির: ৬)

৫. পাপের প্রতি অবহেলা

মানুষ যখন পাপকে হালকা মনে করে, তখন তা তার হৃদয়কে কালিমাযুক্ত করে দেয় এবং ধীরে ধীরে আমল থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

রাসূল (সা.) বলেন—

"যখন বান্দা গুনাহ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে তাওবা করে, তা মোচন হয়। যদি তা অব্যাহত রাখে, তাহলে দাগটি বাড়তেই থাকে।"
— (সহীহ মুসলিম: ২৯৯৪)

৬. ভালো সঙ্গের অভাব

দ্বীনদার ও নেককার বন্ধুদের সংস্পর্শ না পেলে মানুষ গাফিলদের প্রভাবে পড়েই আমলী অধঃপতনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

হাদীসে আছে -

"মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের ওপর থাকে, তাই তোমরা দেখে-শুনে বন্ধুত্ব করো।"
— (আবু দাউদ: ৪৮৩৩)

৭. দ্বীনি জ্ঞানের অভাব

দ্বীনি জ্ঞান না থাকলে ব্যক্তি আমলের গুরুত্ব বুঝে না এবং হালকাভাবে নেয়।

ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন—

> **"যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে না, সে আমলের স্বাদও পায় না।"**
— (আদাবুশ শাফিই, পৃষ্ঠা: ১৯১)

৮. গুনাহের প্রভাব:

গুনাহ বা পাপের কাজ আমলের অধঃপতনে প্রধান ভূমিকা রাখে। পাপের কারণে মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা কমে যায় এবং আমল থেকে মন সরে যায়।

﴿إِنَّمَا يُحْشَرُ النَّاسُ فِيمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"নিশ্চয় মানুষ সেদিন তাদের কর্ম অনুযায়ী সংগ্রহ করা হবে।"
— সূরা আয-যারিয়াত: ৫৫

অর্থাৎ, পাপের জন্য যেসব আমল সঠিকভাবে হওয়া উচিত, সেগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৯. আল্লাহভীতির অভাব:

আল্লাহভীতি (তাকওয়া) একজন মুসলমানের জীবনের মূল ভিত্তি। যখন তাকওয়া কমে যায়, তখন মানুষ সৎকাজ থেকে সরে যেতে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই, যে তাত্ত্বিকতায় বেশি অবিচলিত।" — সূরা হুজরাত: ১৩

এখানে আল্লাহভীতির গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে, যা আমলের প্রভাবশালী উপাদান।

১০. পরকালীন জীবনের প্রতি উদাসীনতা:

যদি মানুষ পরকালীন জীবন ও তার পরিণতি সম্পর্কে সচেতন না থাকে, তাহলে সে দুনিয়ার মধ্যে অতৃপ্তি ও অবহেলা অনুভব করতে পারে, যার ফলে সে সৎকাজ থেকে বিরত হয়ে যায়।

﴿وَفَجَّرْنَا الْبُحُورَ فَالْتَقَتِ الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَرٍ

"আর আমরা সমুদ্রের পানি প্রবাহিত করে দিলাম, যাতে সে মিলিত হয়ে এক জায়গায় চলে আসে।"

— সূরা কাহফ: ৬৬

এটি একটি উদাহরণ যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং পরকালকে মনে রেখে আমাদের জীবন পরিচালিত হওয়া উচিত।

উপরোক্ত বিষয়গুলো থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, আমলী অধঃপতন কেবল গাফিলতার ফল নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া—যা শুরু হয় ঈমানের দুর্বলতা, দুনিয়ার মোহ, নফস ও শয়তানের কৌশলে। তাই এসব কারণ চিহ্নিত করে তা থেকে আত্মরক্ষা করা জরুরি।

অধ্যায় ৩: শয়তানের কৌশল ও ফাঁদ

মানবজাতির চিরশত্রু হচ্ছে শয়তান। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার পরিকল্পনায় লিপ্ত। সে শুধুমাত্র প্রকাশ্য গুনাহে নয়, বরং আমল নষ্ট করার জন্য চাতুর্যের সঙ্গে বিভিন্ন কৌশল ও ফাঁদ তৈরি করে। এজন্য একজন মুসলমানের কর্তব্য—শয়তানের কৌশল ও ফাঁদগুলো চিহ্নিত করে তার থেকে আত্মরক্ষা করা।

১. অহংকার ও আত্মপ্রশংসা দ্বারা ধোঁকা দেওয়া

শয়তান অনেক সময় মানুষকে আমলের মাধ্যমে অহংকারে লিপ্ত করে তোলে, যেন সে ভাবে সে অন্যদের চেয়ে ভালো। এই ধারণা আমলকে ধ্বংস করে দেয়।

ইবনু আব্বাস (রহ.) বলেন—

> **“শয়তানের প্রথম অস্ত্র ছিল অহংকার, যা তাকে সিজদা থেকে বিরত রেখেছিল।”**
— (তাফসিরে ইবন কাসীর, সূরা বাকারা: আয়াত ৩৪)

২. রিয়া বা লোক দেখানো কাজের প্রতি উৎসাহিত করা

মানুষকে আমল করতে উৎসাহিত করে এমনভাবে, যাতে তা শুধুমাত্র মানুষের জন্য হয়, আল্লাহর জন্য নয়। এটি আমলের মূল উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করে দেয়।

রাসূল (সা.) বলেন—

> **“রিয়া হলো ছোট শিরক।”**
— (সুনানে নাসাঈ: ৩২০৪)

৩. তাওবার বিলম্ব ঘটানো

শয়তান মানুষকে প্ররোচিত করে বলে—"তুমি এখনো তরুণ, পরে তাওবা করবে" বা "তোমার আমল তো যথেষ্ট, সামান্য গুনাহ হলে সমস্যা নেই।" এভাবেই তাওবার ফিকির বিলম্বিত হয়।

আল্লাহ বলেন—

يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا

— **"শয়তান চায় তারা যেন সম্পূর্ণ বিপথে চলে যায়।"**
(সূরা নিসা: ৬০)

৪. ছোট গুনাহকে হালকা মনে করানো

শয়তান মানুষকে বোঝায় এই তো ছোট একটা ভুল, আল্লাহ তো ক্ষমাশীল। ফলে মানুষ গুনাহ করতে থাকে এবং তাওবার সুযোগ নষ্ট করে ফেলে।

রাসূল (সা.) বলেন—

> **"তোমরা ছোট ছোট গুনাহকে অবহেলা করো না। এগুলো জড়ো হয়ে পাহাড়ের মতো হয়ে যায়।"**
— (মুসনাদে আহমদ: ২১৩৪৫)

৫. সময় নষ্ট করার প্ররোচনা

নামাজ বা ইবাদত করার জন্য সময় আছে—এই ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে শয়তান ব্যক্তি কে ব্যস্ত করে রাখে দুনিয়াবি কাজে। সে ইবাদতের সময় পিছিয়ে দিতে থাকে।

হাদীস শরীফে এসেছে—

> **"দু'টি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে: ১. স্বাস্থ্য, ২. অবসর সময়।"**
— (সহীহ বুখারী: ৬৪১২)

৬. গোনাহকে সাজিয়ে উপস্থাপন করা

শয়তান গোনাহকে আকর্ষণীয় করে তোলে এবং তা যুক্তিসহ উপস্থাপন করে যাতে মানুষ নিজের ভুল বুঝতে না পারে।

আল্লাহ বলেন—

وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ

— "শয়তান তাদের কর্মকাণ্ডকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছিল।"
(সূরা আনকাবুত: ৩৮)

৭. সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি

বিশেষ করে ইবাদতের সময় যেমন—উযু ভেঙেছে কি না, নামাজ ঠিক হয়েছে কি না—এভাবে অপ্রয়োজনীয় সন্দেহ তৈরি করে আমল থেকে বিরত রাখে।

রাসূল (সা.) বলেন—

> "যখন নামাজে কেউ ভুলে যায়, তখন শয়তান 'খিনযব' তার ওপর প্রভাব ফেলে।"
— (সহীহ মুসলিম: ৩৯৩)

শয়তানের কৌশলগুলো সুক্ষ্ম, ধূর্ত ও ধাপে ধাপে কাজ করে। প্রথমে গাফিলতা, এরপর গোনাহ, অতঃপর আমল নষ্ট—এভাবে সে মুসলমানকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। একজন মু'মিনের উচিত শয়তানের প্রতিটি ফাঁদকে চিনে রাখা এবং তার মোকাবেলায় কুরআন, সুন্নাহ ও দ্বীনি পরিবেশে নিজেকে স্থির রাখা

অধ্যায় ৪: আত্মপ্রশংসা ও রিয়া—আমলী অধঃপতনের প্রধান উপাদান:

আমল যেমন মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে, তেমনি কিছু ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য সেই আমলকে ধ্বংস করেও দিতে পারে। আত্মপ্রশংসা (উজুব) ও রিয়া (লোক দেখানো আমল) হলো সেই প্রধান উপাদান, যা একজন মানুষের বহু বছরের সাধনাকে মুছে দিতে পারে। এই অধ্যায়ে আত্মপ্রশংসা ও রিয়ার সংজ্ঞা, ক্ষতি এবং তা থেকে বাঁচার উপায় আলোচনা করা হলো।

১. আত্মপ্রশংসা (উজুব) কী?

উজুব অর্থ নিজেকে বড় মনে করা, নিজের আমল ও গুণাবলি নিয়ে অহংকার করা।

ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন—

> **"উজুব এমন একটি ব্যাধি, যা মানুষকে নিজের আমল দ্বারা ধ্বংস করে দেয়।"**
— (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৩৫)

হাদীসে এসেছে—

> **"তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী: লোভ অনুসরণ, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং আত্মপ্রশংসা।"**
— (মু'জাম আওসত, হাদীস: ৫৪৫)

২. আত্মপ্রশংসার ক্ষতি

উজুব ব্যক্তি নিজের ত্রুটি দেখে না, তাই সে সংশোধনের সুযোগ হারায়।

আল্লাহর রহমতের পরিবর্তে নিজের আমলের ওপর ভরসা করতে থাকে।

ধীরে ধীরে সে অহংকারে লিপ্ত হয়, যা শয়তানের বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ বলেন—

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ

— **“তোমরা নিজেদের পবিত্র বলে ঘোষণা করো না। তিনিই ভালো জানেন কে পরহেযগার।”**
(সূরা নাজম: ৩২)

৩. রিয়া (লোক দেখানো) কী?

রিয়া হলো ইবাদত এমনভাবে করা যাতে মানুষ দেখে প্রশংসা করে, বা আমলের মাধ্যমে খ্যাতি লাভের চেষ্টা করা।

রাসূল (সা.) বলেন—

> “যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে, সে শিরক করেছে।”
— (মুসনাদে আহমদ: ২২৫২৩)

৪. রিয়ার ক্ষতিকর দিক

আমল কবুল হয় না, বরং তা ধ্বংস হয়ে যায়।

এটা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যা ঈমানের জন্য হুমকি।

রিয়া মানুষকে দুনিয়ায় সাময়িক প্রশংসা দিলেও আখিরাতে লাঞ্ছনা ডেকে আনে।

আল্লাহ বলেন—

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ

— **“ধ্বংস তাদের জন্য যারা নামায পড়ে, কিন্তু গাফিলতাপূর্ণ, যারা লোক দেখায়।”**
(সূরা মাউন: ৪-৬)

৫. এই ব্যাধি থেকে বাঁচার উপায়

- নিজের আমলকে সামান্য মনে করা
- নিজের ভুল ও গোনাহ বেশি স্মরণ করা
- আমল করার পর আল্লাহর কাছে কবুলের জন্য কান্নাকাটি করা
- আল্লাহর রহমতের ওপর নির্ভর করা, আমলের ওপর নয়
- মানুষকে দেখানোর চিন্তা এলে তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ত ঠিক করে ফেলা

ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন—

> **"আমি চাই, মানুষ আমার আমল থেকে কিছুই না জানুক, যেন তা শুধুই আল্লাহর জন্য হয়।"**
— (আদাবুশ শাফিই: পৃষ্ঠা ১৬৯)

রিয়া ও উজুব এমন দুই ভয়ংকর ব্যাধি যা না বুঝে একজন ঈমানদারকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। আমলের বাহ্যিক সৌন্দর্যের পেছনে যদি এই দুটো থাকে, তাহলে তা আখিরাতে কিছুই ফল দেবে না। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত নিজের নিয়ত বিশুদ্ধ রাখা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই যেন আমলের মূল উদ্দেশ্য হয়—এই ফিকিরে জীবন পরিচালনা করা।

অধ্যায় ৫: গুনাহের প্রভাব:

গুনাহ বা পাপ শুধু পরকালেই ক্ষতির কারণ নয়, দুনিয়ার জীবনেও এর গুরুতর প্রভাব রয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং জাতির ওপর গুনাহের প্রভাব সুস্পষ্ট। আমলী অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ গুনাহ। এ অধ্যায়ে গুনাহের অন্তর, আমল, রিযিক, সমাজ ও আত্মার ওপর কী কী প্রভাব পড়ে, তা আলোচনা করা হবে।

১. গুনাহ অন্তরকে অন্ধ করে তোলে

গুনাহ মানুষের হৃদয়কে কালিমাযুক্ত করে দেয়। ফলে সে নেক আমলের তাওফিক পায় না, ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝে না।

আল্লাহ বলেন—

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

— "না, তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে।"
(সূরা মুতাফফিফীন: ১৪)

হাদীসে এসেছে—

> "যখন বান্দা গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে।"
— (সুনানে তিরমিজি: ৩৩৩৪)

২. গুনাহ রিযিক বন্ধ করে দেয়

পাপ কাজ রিযিকের দরজা বন্ধ করে দেয় এবং আল্লাহর বারাকাহ কমিয়ে দেয়।

রাসূল (সা.) বলেন—

> "নিশ্চয় বান্দা যে গুনাহ করে, তার ফলে সে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।"
— (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪০২২)

৩. গুনাহ ইবাদতের তাওফিক নষ্ট করে

একটি গুনাহ আরেকটি গুনাহের পথে নিয়ে যায় এবং নেক আমলের প্রতি অনাগ্রহ তৈরি করে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন—

> **“গুনাহ হলো এমন পথ, যা ধীরে ধীরে মানুষকে আল্লাহর নাফরমান বানিয়ে ফেলে।”**
— (আদ-দাউ ওয়াদ-দাওয়া, পৃষ্ঠা ৬৯)

৪. গুনাহ দোয়া কবুলে বাধা সৃষ্টি করে

যখন গোনাহ মনের মধ্যে জমে যায়, তখন দোয়া কবুল হওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

হাদীসে এসেছে—

> **“যে ব্যক্তি হারাম খায়, তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে?”**
— (সহীহ মুসলিম: ১০১৫)

৫. গুনাহ আত্মাকে অস্থির করে তোলে

গুনাহ আত্মিক প্রশান্তি নষ্ট করে। ফলে ব্যক্তি সবসময় ভীত, অসন্তুষ্ট ও অস্থির থাকে।

আল্লাহ বলেন—

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا

— “যে আমার জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জীবিকা সংকুচিত করে দিই।”
(সূরা ত্বাহা: ১২৪)

৬. গুনাহ সমাজে ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে

যখন সমাজে প্রকাশ্য গুনাহ ছড়িয়ে পড়ে, তখন বিপর্যয় আসে—যা শুধু গোনাহগারদের ওপর নয়, পুরো সমাজের ওপর আঘাত হানে।

আল্লাহ বলেন—

وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً

— "তোমরা এমন ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো, যা শুধু যালিমদের উপরই আসবে না।"
(সূরা আনফাল: ২৫)

৭. গুনাহ মৃত্যু ও কবরের আজাব বাড়িয়ে দেয়

গুনাহের কারণে মৃত্যুর সময় কষ্ট হয় এবং কবরের আযাব তীব্র হয়।

হাদীসে এসেছে—

> "গুনাহগারদের কবর আযাবের অধিকাংশ কারণ হয় মিথ্যা বলা, অপবিত্র থাকা ও গীবতের কারণে।"
— (সহীহ বুখারী: **১৩৬১**)

গুনাহ শুধুই ব্যক্তিগত নয়; তা আত্মা, আমল, পারিবারিক জীবন, সমাজ ও জাতির ভবিষ্যতের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই একজন মুমিনের উচিত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, তাওবার মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ রাখা এবং নিজের আমল ও অন্তরকে সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখা

অধ্যায় ৬: দুনিয়ার মোহ ও ভোগবিলাস

দুনিয়া মানুষের পরীক্ষার স্থান। এখানে যা কিছু রয়েছে, তা ক্ষণস্থায়ী এবং ধোঁকামূলক। অথচ মানুষ দুনিয়ার রঙিন মোহে আটকে পড়ে পরকালকে ভুলে যায়। দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি আমলী অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ। এই অধ্যায়ে আমরা দুনিয়ার মোহ ও ভোগবিলাসের পরিণতি এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে আলোচনা করব।

১. দুনিয়ার মোহ: কী এবং কেন বিপজ্জনক?

দুনিয়ার মোহ মানে দুনিয়ার জিনিসকে অন্তিম লক্ষ্য মনে করা, যেমন: ধন-সম্পদ, বিলাসিতা, খ্যাতি, পদমর্যাদা ইত্যাদির পেছনে পড়ে যাওয়া।

আল্লাহ বলেন—

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ

— "জেনে রাখো, পার্থিব জীবন তো কেবল খেলা, কৌতুক, শোভা, পারস্পরিক গর্ব ও সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্যে প্রতিযোগিতা।"
(সূরা হাদীদ: ২০)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> "দুনিয়া মিষ্টি ও সবুজ। আল্লাহ তোমাদেরকে এতে খলিফা বানিয়েছেন, যাতে দেখা যায়, তোমরা কী করো।"
— (সহীহ মুসলিম: ২৭৪২)

২. দুনিয়ার মোহ আমলী অধঃপতনে কীভাবে প্রভাব ফেলে?

আখিরাতের কথা ভুলে যাওয়া: দুনিয়ার চাকচিক্যে ডুবে থাকলে মানুষ পরকালের প্রস্তুতি নিতে পারে না।

ইবাদতের প্রতি অবহেলা: দুনিয়ার কাজকর্মে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে নামায, রোযা, কুরআন তেলাওয়াতের সময় থাকে না।

হারাম পথে রিযিক অর্জন: দুনিয়ার লোভে পড়ে সুদ, ঘুষ, প্রতারণা ইত্যাদির মতো গুনাহর কাজে জড়িয়ে পড়ে।

৩. দুনিয়ার মোহ সম্পর্কে সাহাবিদের মনোভাব

হযরত আলী (রাঃ) বলেন—

> **"দুনিয়া চলে যাচ্ছে, আখিরাত আসছে। তোমরা আখিরাতের সন্তানের মতো হও, দুনিয়ার সন্তানের মতো নয়।"**
— (নাহজুল বালাগাহ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭৮)

হযরত উমর (রাঃ) বলেন—

> **"যদি না আখিরাত থাকত, তাহলে দুনিয়ার মালামালই সেরা হতো। কিন্তু যেহেতু আখিরাত আছে, তাই দুনিয়ার মাল হলো একটা ধোঁকা।"**
— (হিলইয়াতুল আওলিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯)

৪. দুনিয়ার ভোগবিলাসের কুফল

কৃপণতা ও লোভ: দুনিয়ার ভালোবাসা হৃদয়ে প্রবেশ করলে মানুষ হালাল-হারামের সীমা ভুলে যায়।

শয়তানের দাসত্ব: শয়তান দুনিয়ার মোহের মাধ্যমে মানুষকে আমলী অধঃপতনে ফেলতে চায়।

আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেলতা: মানুষ দুনিয়ার আরামে এমনভাবে মগ্ন থাকে যে, কুরআন, দোয়া ও জিকিরের সময়ই পায় না।

আল্লাহ বলেন—

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا۟ وَيَتَمَتَّعُوا۟ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

— "তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে দাও, খেতে দাও, ভোগ করতে দাও, আশা তাদেরকে ব্যস্ত রাখুক; শিগগিরই তারা জানতে পারবে।"
(সূরা হিজর: ৩)

৫. দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচার উপায়

- আখিরাতের কথা বেশি ভাবা: মৃত্যুকে স্মরণ করা, কবর যিয়ারত করা, পরকাল নিয়ে আলোচনা করা।

- সাধারণ জীবন যাপন: বিলাসিতাকে ত্যাগ করে সরলতা গ্রহণ করা।

- নফস ও লোভ নিয়ন্ত্রণ: নিজের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে সাধনাভিত্তিক জীবনযাপন করা।

- নিয়মিত ইবাদত: নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখা।

ইমাম হাসান বসরী (রহ.) বলেন—

> "যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসে, সে আখিরাতের ক্ষতি করে; আর যে আখিরাতকে ভালোবাসে, সে দুনিয়ার ক্ষতি করে। তুমি সেইটিকে গ্রহণ করো, যা চিরস্থায়ী।"
— (হিলইয়াতুল আওলিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৪)

দুনিয়া যদি জীবনের লক্ষ্য হয়ে যায়, তাহলে ইমান ও আমল দুর্বল হয়ে পড়ে। দুনিয়াকে হাতের মধ্যে রাখা উচিত, হৃদয়ে নয়। প্রকৃত মু'মিন সেই, যে দুনিয়া ব্যবহার করে আখিরাত কামাই করে। তাই আমাদের উচিত দুনিয়ার মোহ ও ভোগবিলাস থেকে বেঁচে থেকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া

অধ্যায় ৭: আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশার ভূমিকা

একজন মুমিনের জীবন আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশার ভারসাম্যে পরিচালিত হয়। শুধু ভয়ে জীবন জর্জরিত হয়ে পড়ে না, আবার শুধুমাত্র আশায় গাফেল হওয়াও ধ্বংসের কারণ। আল্লাহর প্রতি ভয় আমলকে দৃঢ় করে, আর তাঁর রহমতের আশা আমলকে প্রাণবন্ত রাখে। এই অধ্যায়ে আমরা আল্লাহভীতি ও তাঁর প্রতি আশা—এই দুটি গুণ কিভাবে আমলী অধঃপতন রোধে সহায়তা করে, তা আলোচনা করব।

১. আল্লাহর প্রতি ভয় (খশিয়া) এর তাৎপর্য

আল্লাহর প্রতি ভয় মানে হলো—তাঁর অসন্তুষ্টির আশঙ্কায় গুনাহ থেকে দূরে থাকা এবং চিরন্তন আযাবের ভয়ে নিজের আমল শুদ্ধ রাখা।

আল্লাহ বলেন—

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰٓؤُا۟

— "আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই ভয় করে।"
(সূরা ফাতির: ২৮)

রাসূল (সা.) বলেন—

> "আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি এবং তাঁকে সবচেয়ে বেশি খুশি রাখি।"
— (সহীহ বুখারী: ৬১১০)

২. আল্লাহর ভয় আমলী অধঃপতন রোধ করে কীভাবে?

গুনাহ থেকে বিরত রাখে: ভয়ই মানুষকে গুনাহর পথে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করে।

নিয়মিত আত্মসমালোচনার জন্ম দেয়: আল্লাহর ভয়ে মানুষ নিজের প্রতিটি কাজ নিয়ে সচেতন থাকে।

নেক আমলে উদ্বুদ্ধ করে: সে জানে, তার সব কাজ হিসাবের আওতাভুক্ত।

ইবনু রাজব হানাবলি (রহ.) বলেন—

> **“আল্লাহভীতি এমন একটি গুণ, যা অন্তরকে নিরবিচারে আমলের দিকে ধাবিত করে।”**
— (জামি’উল উলূম ওয়াল হিকাম, হাদীস ১৮-এর ব্যাখ্যা)

৩. আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা রাখা:

আশা হলো—আল্লাহর করুণা ও ক্ষমার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, যা হতাশা ও অবসাদ থেকে মুক্তি দেয়।

আল্লাহ বলেন—

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا

— “বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করেন।”
(সূরা যুমার: ৫৩)

৪. আশা আমলী জীবনে কীভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখে?

তাওবায় উদ্দীপনা যোগায়: যে জানে আল্লাহ ক্ষমাশীল, সে গুনাহ করে হতাশ না হয়ে ফিরে আসে।

আত্মবিশ্বাস জোগায়: মানুষ নিজেকে ছোট মনে না করে আমলে দৃঢ় হয়।

আল্লাহর নৈকট্য লাভে আগ্রহী করে: সে জানে, আল্লাহ উত্তম কর্মের পুরস্কার দেবেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন—

> **“আল্লাহর ভয় ও আশা—এই দুটি ডানার মাধ্যমে মুমিন জান্নাতের দিকে উড়ে যায়।”**
— (মাদারিজুস সালিকীন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯)

৫. ভয় ও আশার ভারসাম্য: একটি সঠিক পন্থা

শুধু ভয় মানুষকে নিরাশায় ফেলতে পারে, আবার কেবল আশাও গাফেলতা সৃষ্টি করে। সঠিক পন্থা হলো—ভয় ও আশার ভারসাম্য বজায় রাখা।

হাদীসে এসেছে—

> **“যখন মু’মিনের মৃত্যু আসন্ন হয়, তখন সে আল্লাহর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় পায়।”**
> — (সহীহ মুসলিম: ২৮৭৭)

আল্লাহর প্রতি ভয় মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচায়, আর তাঁর রহমতের আশা আমল চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। এই দুই গুণ একজন মু’মিনকে আমলী অধঃপতন থেকে রক্ষা করে, আত্মাকে শুদ্ধ করে এবং তাকে জান্নাতের দিকে পথ দেখায়। আমাদের উচিত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে এই দুটি গুণের ভারসাম্য রক্ষা করা।

অধ্যায় ৮: ইবাদত ও আমলের মান এবং তার প্রভাবঃ

ইবাদত ও নেক আমল মুসলিম জীবনের প্রাণ। তবে ইবাদতের পরিমাণের পাশাপাশি মান ও আন্তরিকতা (إخلاص) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন অনেক ইবাদত আছে, যা বাহ্যিকভাবে বড় হলেও, নিঃস্বার্থতা ও নিয়ম অনুযায়ী না হওয়ায় তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। তাই আমলী অধঃপতন রোধ করতে হলে ইবাদতের গুণগত মান ও তার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি।

১. ইবাদতের গুণগত মান (Quality of Worship)

ইবাদতের মান বলতে বোঝানো হয়:

তা কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হচ্ছে?

তা কি সুন্নাহ অনুযায়ী হচ্ছে?

এতে কি মনোযোগ ও খুশু-খুজু রয়েছে?

আল্লাহ বলেন—

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

— "তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে উত্তম আমল করে।"
(সূরা মুলক: ২)

তাফসীরে ইবনু কাসিরে (সূরা মুলক, ২য় আয়াতের ব্যাখ্যায়) বলা হয়েছে:

> **"অর্থাৎ উত্তম আমল হলো, যা সবচেয়ে খালিস এবং সবচেয়ে সঠিক।"**

২. আমলের মান না থাকলে কী হয়?

রিয়া ও লোক দেখানো কাজ হয়: মানুষ বাহ্যিকভাবে ইবাদত করলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য না হলে তা বাতিল হয়ে যায়।

ইবাদতেও অলসতা আসে: অন্তরের উপস্থিতি না থাকলে নামায, কুরআন পড়া, দোয়া—সব কিছু কেবল আচার হয়ে যায়।

গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না: ইবাদতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা।

আল্লাহ বলেন—

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ

— "নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও গোনাহ থেকে বিরত রাখে।"
(সূরা আনকাবূত: ৪৫)

৩. ইবাদতের প্রভাব কোথায় পড়ে?

- আত্মশুদ্ধিতে: খাঁটি ইবাদত অন্তরকে পরিষ্কার করে, মনকে প্রশান্তি দেয়।
- চরিত্র গঠনে: সত্যবাদিতা, ধৈর্য, ন্যায়পরায়ণতা, সহানুভূতি ইত্যাদি গুণ তৈরি হয়।
- সমাজে পরিবর্তন আনতে: একজন ইবাদতকারী মানুষ সমাজে ন্যায় ও শান্তির প্রতীক হয়।

হাদীসে এসেছে—

> "যার নামায তাকে অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখে না, তার নামাযে কিছুই নেই।"
— (মুস্তাদরাক হাকিম: ৮৭৪৫)

৪. আমলের মান বৃদ্ধির উপায়

- ইখলাস (নিঃস্বার্থতা) অর্জন: প্রতিটি ইবাদতের শুরুতেই নিয়ত বিশুদ্ধ করা জরুরি।
- সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা: যেমন রাসূল (সা.) ইবাদত করেছেন, সে পথেই চলতে হবে।

- খুশু-খুজু অর্জনের চেষ্টা: নামাযে মনোযোগ, কুরআনে মনোযোগী হওয়া ইত্যাদি।
- গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা: কারণ গুনাহ ইবাদতের স্বাদ নষ্ট করে দেয়।

প্রতিদিন আত্মসমালোচনা করা: নিজের ইবাদত কেমন হলো, তা পর্যালোচনা করা।

ইমাম হাসান আল বসরি (রহ.) বলেন—

> "আমরা এমন মানুষ দেখেছি, যারা নামাযের পরদিন পর্যন্ত নিজেদের নামায কবুল হয়েছে কিনা, তা নিয়ে চিন্তিত থাকত।"
— (হিলইয়াতুল আওলিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৪)

ইবাদত ও আমলের মান শুধুমাত্র পরকালীন সফলতার জন্য নয়, বরং পার্থিব জীবনের চরিত্র, শান্তি ও অগ্রগতির জন্যও অপরিহার্য। বাহ্যিক আমলের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো—তার আন্তরিকতা ও নিয়মমাফিকতা। তাই আমলী অধঃপতন থেকে বাঁচতে হলে আমাদের প্রতিটি ইবাদতকে অর্থপূর্ণ ও খাঁটি করে গড়ে তুলতে হবে

অধ্যায় ৯: তাওবা ও আত্মসমালোচনার গুরুত্ব

মানুষ ভুলের পাত্র, গুনাহ তার জীবনের বাস্তবতা। কিন্তু ইসলামের সৌন্দর্য হলো—গুনাহর পরও ফিরে আসার দরজা খোলা থাকে। সেই দরজার নাম তাওবা। আর আত্মসমালোচনা (মুহাসাবা) হলো সেই অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া, যা মানুষকে নিজের ভুল বুঝতে সহায়তা করে।

১. তাওবার তাৎপর্য ও শর্ত

তাওবা অর্থ—গুনাহ থেকে ফিরে আসা, অনুতপ্ত হওয়া, ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করা।

আল্লাহ বলেন—

وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

— "হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফল হও।"
(সূরা নূর: ৩১)

তাওবার শর্ত তিনটি:

1. গুনাহ স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়া
2. গুনাহ ত্যাগ করা
3. ভবিষ্যতে না করার দৃঢ় সংকল্প

ইমাম নববী (রহ.) বলেন—

> **"যে ব্যক্তি এ তিনটি শর্ত পূরণ করে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।"**
> — (রিয়াযুস সালিহীন, باب التوبة)

২. তাওবার গুরুত্ব

আল্লাহর নিকটপ্রাপ্তির মাধ্যম

গুনাহ মোচনের উপায়

নতুনভাবে আমলী জীবন শুরু করার সুযোগ

আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের মাধ্যম

আল্লাহ বলেন—

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

— “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা নিজেদের পবিত্র রাখে তাদের ভালোবাসেন।”
(সূরা বাকারা: ২২২)

৩. আত্মসমালোচনার (মুহাসাবা) গুরুত্ব

আত্মসমালোচনা মানে—নিজের কাজ, কথাবার্তা, নিয়ত এবং ইবাদতের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করা।

হযরত উমর (রা.) বলেন—

> **“নিজেদের হিসাব নাও, তার আগেই যেদিন তোমাদের হিসাব নেওয়া হবে।”**
— (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা: ৩৫৬৯৪)

ইমাম হাসান আল বসরি (রহ.) বলেন—

> **“একজন মুমিন দিনের শেষে নিজের আমল নিয়ে চিন্তা করে—আজ আমি কী বলেছি, কী করেছি?”**
— (হিলইয়াতুল আওলিয়া: ২/১৪২)

৪. তাওবা ও আত্মসমালোচনা আমলী অধঃপতন রোধে কীভাবে কার্যকর?

গুনাহর বোঝা হালকা হয়: তাওবা করলে মন হালকা হয়, আবার ইবাদতের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

অন্তরের পরিশুদ্ধি ঘটে: আত্মসমালোচনার ফলে অন্তর থেকে গাফেলতা দূর হয়।

নিয়মিত আত্মবিশ্লেষণে আমলের মান বৃদ্ধি পায়।

গুনাহের প্রতি ঘৃণা জন্মে, ফলে তা পুনরায় করার সম্ভাবনা কমে।

৫. আমলী উন্নতির জন্য করণীয়

- প্রতিদিন অন্তত একবার আত্মসমালোচনার সময় নির্ধারণ করা
- রাতে ঘুমানোর আগে নিজেকে প্রশ্ন করা—আজ আমি কতটা ইবাদত করলাম?
- গুনাহ মনে পড়লে সাথে সাথে তাওবা করা
- নিয়মিত ইস্তিগফার পড়া—"আস্তাগফিরুল্লাহ"
- তাওবার পর ভালো কাজ শুরু করা—তাওবা শুধু কথা নয়, কাজেও প্রকাশ পেতে হবে।

৬. নবীজি (সা.)-এর দৃষ্টান্ত

হাদীসে এসেছে—

> **"নিশ্চয়ই আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে একশতবার ইস্তিগফার ও তাওবা করি।"**
— (সহীহ মুসলিম: ২৭০২)

তিনি গুনাহমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাওবা করতেন। এটি তাঁর উম্মতের জন্য বড় শিক্ষা।

তাওবা ও আত্মসমালোচনা একটি মুমিনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এগুলো ছাড়া আত্মশুদ্ধি ও আমল ঠিক রাখা যায় না। আমলী অধঃপতনের অন্যতম চিকিৎসা হচ্ছে নিয়মিত আত্মসমালোচনা ও অন্তরের গভীর থেকে তাওবা করা। এতে একদিকে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া যায়, অন্যদিকে নতুন আমলী জীবনের দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

অধ্যায় ১০: ভালো সঙ্গ ও দ্বীনি পরিবেশের প্রভাব:

মানুষ একা জীবন কাটায় না। পরিবার, বন্ধু, সমাজ—এই সব কিছুই তার চিন্তা, বিশ্বাস ও আমলের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। যদি সঙ্গ হয় সৎ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সাথে তাহলে তার জীবন হবে আলোকিত; আর যদি সঙ্গ হয় পাপাচারী ও গাফেলদের সঙ্গে, তবে নষ্ট হয়ে যাবে ঈমান ও আমল। তাই আমলী অধঃপতন রোধে ভালো সঙ্গ এবং দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করা অপরিহার্য।

১. সঙ্গীর প্রভাব সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ

আল্লাহ বলেন—

يَـٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى

— "হায় আফসোস! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে না নিতাম। সে তো আমাকে বিভ্রান্ত করেছে উপদেশ আসার পর।"
(সূরা ফুরকান: ২৮–২৯)

এই আয়াতে স্পষ্ট বোঝা যায়, দুনিয়ার বন্ধুত্ব আখিরাতে আফসোসের কারণ হতে পারে, যদি তা খারাপ সঙ্গ হয়।

২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস

হাদীসে এসেছে—

> "একজন ভাল বন্ধুর উপমা হল মেশক (সুগন্ধি) বিক্রেতার মতো; হয় সে তোমাকে কিছু দিবে, নাহয় তুমি তার থেকে কিছু কিনবে, অথবা তার কাছাকাছি থেকে ভাল গন্ধ পাবে। আর খারাপ বন্ধুর উপমা হল ধাতু ঢালাইকারীর মতো, হয় সে তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, নাহয় তার কাছাকাছি থেকে তুমি কুৎসিত গন্ধ পাবে।"
— (সহীহ বুখারী: ৫৫৩৪, মুসলিম: ২৬২৮)

৩. ভালো সঙ্গ কেমন হওয়া উচিত?

- যারা নিয়মিত নামাজ পড়ে

- যারা গুনাহ থেকে দূরে থাকে
- যারা কুরআন, হাদীস নিয়ে আলোচনা করে
- যাদের সঙ্গে বসলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে

ইমাম শাফি' (রহ.) বলেন—

> "ভাল মানুষদের সঙ্গে বসলে তোমার চরিত্র শুদ্ধ হবে, এবং খারাপদের সঙ্গ তোমাকে গুনাহের দিকে টেনে নেবে।"

৪. দ্বীনি পরিবেশের গুরুত্ব

একটি ভালো পরিবেশ এমনভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে, যা তার ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনেক সময় সম্ভব হয় না।

উদাহরণস্বরূপ:

- দ্বীনি মাদরাসা বা হালকা মাহফিলে থাকা মানেই নিয়মিত ইসলামের কথা শোনা
- একত্রে নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকিরে অংশ নেওয়া
- অন্যদের দেখে নিজের আমলে উদ্দীপনা তৈরি হওয়া

ইমাম গাজযালী (রহ.) বলেন—

> "পরিবেশ যদি ভাল না হয়, তবে যত ভাল সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক, তা কার্যকর হবে না।"
— (ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন: ৪/৩৮)

৫. খারাপ সঙ্গের ক্ষতি:

•ধীরে ধীরে গুনাহকে হালকা মনে হয়

•ইবাদতে অলসতা আসে

•পরনিন্দা, গান-বাজনা, হারাম কাজে অভ্যস্ততা

•আল্লহভীতি মুছে যায়

•তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, কারণ আত্মার অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

৬. করণীয়:-

•ভাল মানুষদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা।

•দ্বীনি মজলিস, মাহফিলে অংশ নেওয়া।

•সময়মতো মসজিদে যাওয়া।

•নিজের পরিবার ও সন্তানদের জন্য দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করা।

•যেসব বন্ধু বা কাজ ঈমান ও আমলে ক্ষতি করে, তা ত্যাগ করা।

ভাল সঙ্গ এবং দ্বীনি পরিবেশ একজন মুমিনের আমলকে টিকিয়ে রাখার ভিত্তি। যেভাবে খারাপ সঙ্গ ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, সেভাবেই ভাল সঙ্গ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। তাই আমলী অধঃপতন থেকে বাঁচতে চাইলে আমাদের উচিত—নিজেকে ভাল পরিবেশে রাখা এবং দ্বীনি মানুষদের সঙ্গ গ্রহণ করা।

অধ্যায় ১১: আত্মশুদ্ধি এবং নিয়মিত আমল

মানুষের বাহ্যিক কর্মগুলো মূলত তার অন্তরের অবস্থা অনুযায়ী গঠিত হয়। অন্তর যদি বিশুদ্ধ হয়, আমলও হবে বিশুদ্ধ। আর যদি অন্তর কলুষিত হয়, আমলও দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই আমলী অধঃপতন থেকে বাঁচতে চাইলে আত্মার শুদ্ধতা অর্জন ও নিয়মিত আমলের অভ্যাস গড়ে তোলা অপরিহার্য।

১. কুরআনের দৃষ্টিতে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا)৭ (وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا)১০(

“সে-ই সফল, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ, যে তা কলুষিত করেছে।”
— (সূরা আশ-শামস: ৯–১০)

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন, আত্মিক পরিশুদ্ধিই প্রকৃত সফলতা। আত্মার পবিত্রতা ব্যতীত আমল টিকে না।

২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী

তিনি বলেন—

> "জেনে রেখো! দেহে একটি অঙ্গ আছে; যদি তা সঠিক হয়, তবে দেহের সব অঙ্গ সঠিক হয়; আর যদি তা নষ্ট হয়, তবে পুরো দেহই নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখো, সেটি হচ্ছে অন্তর।"
— (সহীহ বুখারী: হাদীস ৫২, সহীহ মুসলিম: হাদীস ১৫৯৯)

এই হাদীস আত্মশুদ্ধির অপরিহার্যতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

৩. আত্মশুদ্ধির উপায়

- আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য নিম্নোক্ত পন্থাগুলো গ্রহণ করা জরুরি:

- তওবা ও ইস্তিগফার করা
- নিয়মিত গুনাহ থেকে তওবা করা ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া আত্মাকে নির্মল করে।

- মুহাসাবা (আত্মজিজ্ঞাসা) করা
- প্রতিদিন নিজের আমল ও গুনাহর হিসাব করা।

- মৃত্যু ও আখিরাত স্মরণ রাখা
- আত্মাকে দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

- গুনাহের কারণে কান্না করা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> "যে ব্যক্তি আল্লাহভীতিতে কাঁদে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।"
— (তিরমিযী: হাদীস ১৬৩৩)

৪. নিয়মিত আমলের গুরুত্ব

নিয়মিত নেক আমল অন্তরকে জীবন্ত রাখে এবং শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা করে। যদিও তা ছোট ছোট হয়, তবুও তার ধারাবাহিকতা অধিক প্রিয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো সেই আমল, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হয়।"
— (সহীহ বুখারী: হাদীস ৬৪৬৫; সহীহ মুসলিম: হাদীস ৭৮৩)

৫. নিয়মিত যেসব আমল গড়ে তোলা উচিত:

- পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে আদায়

- নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত

- সকাল-সন্ধ্যার জিকির

- ইস্তিগফার ও তওবার অভ্যাস

- নফল রোযা (সোম ও বৃহস্পতিবার)

- মাসিক আত্মসমীক্ষা ও গুনাহ থেকে বর্জন

৬. ওলামায়ে কেরামের বাণী

ইমাম হাসান বসরী (রহ.) বলেন—

> "যারা নিয়মিত আত্মসমালোচনা করে, তাদের অন্তর আলোকিত থাকে।"

ইবনে জওযী (রহ.) বলেন—

> "আত্মার শুদ্ধতা ছাড়া কোনো আমলের স্থায়িত্ব নেই।"
> — (সিদ্দিক উল ফাওয়ায়েদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭)

৭. করণীয়

- আত্মার শুদ্ধতা অর্জনে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গঠন

- নিয়মিত আমলের সময় নির্ধারণ ও পরিকল্পনা

- প্রত্যহ আত্মসমালোচনা ও তওবা

- আমল সংরক্ষণে ভালো বন্ধু ও দ্বীনি পরিবেশ গ্রহণ

- অলসতা দূর করতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা

আমলী অধঃপতন থেকে বাঁচার জন্য আত্মশুদ্ধি ও নিয়মিত আমল অপরিহার্য। আত্মা পবিত্র না হলে আমলও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। আর আমল নিয়মিত না হলে তা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে

যায়। তাই একজন মুসলমানের উচিত—নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখতে ধারাবাহিকভাবে নেক আমলে অভ্যস্ত হওয়া।

অধ্যায় ১২: আল্লাহর রহমতের আশায় আমলী জীবন

মানব জীবনের সফলতা ও শাশ্বত শান্তি অর্জনের জন্য আল্লাহর রহমতই মূল ভিত্তি। আমল যেমন জরুরি, তেমনি আল্লাহর করুণা ও রহমত অর্জনের প্রতি বিশ্বাস ও ভরসাও অপরিহার্য। আল্লাহর রহমত ছাড়া কোনো আমল পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই একজন মুমিনের জীবন আল্লাহর রহমতের আশায় পূর্ণ হওয়া উচিত।

১. কুরআনের আলোকে আল্লাহর রহমত

আল্লাহ তাআলা বলেন—

>وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

“আর আমার করুণার দিগন্ত সবকিছুকে আচ্ছাদিত করেছে।”
— (সূরা আল-আরাফ: ১৫৬)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর রহমত সীমাহীন এবং তাঁর করুণা সকল সৃষ্টির ওপর বিস্তৃত।

২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

> "ইনসান সর্বদা পাপ করতে পারে, আর আল্লাহ সর্বদা ক্ষমা করে।"
— (সহীহ মুসলিম)

এখানে আল্লাহর দয়ালু ও ক্ষমাশীল স্বভাবের প্রতি আলোকপাত হয়েছে।

৩. আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা ও তাৎপর্য
ভরসা ও আশা থাকলে মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। এটা আমল অব্যাহত রাখার প্রেরণা জোগায়। আল্লাহর রহমত পেতে নিয়মিত দোয়া, তওবা ও ইবাদত অপরিহার্য।

৪. আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির উপায়

- নিয়মিত তওবা ও ইস্তিগফার
- সহনশীলতা ও দয়া প্রদর্শন
- জান্নাত লাভের জন্য সদকাহ ও নেক কর্ম
- কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া
- কঠোর পরিশ্রম ও ধৈর্য

৫. উলামায়ে কেরামের বাণী
ইমাম গযালী (রহ.) বলেন—

> "আল্লাহর রহমতের আশায় থাকা হলো একজন মুমিনের জীবনের প্রাণ।"

৬. করণীয়

- দুঃখ-কষ্টে আল্লাহর রহমতের দিকে তাকানো
- ভালো আমলের সাথে দোয়া ও ইবাদত বৃদ্ধি করা
- নিজের ভুল-ত্রুটির প্রতি চোখ বন্ধ না রাখা
- সব সময় আল্লাহর কাছে সাহায্য ও রহমত প্রার্থনা করা।

আমলী জীবনে আল্লাহর রহমতের আশায় থাকা মানে ধৈর্য্য, নম্রতা ও ভরসার মিলন। আল্লাহর করুণার আশায় মানুষ নিজেকে শুদ্ধ ও উন্নত করতে সক্ষম হয় এবং সাফল্যের পথ প্রশস্ত হয়।

অধ্যায় ১৩: আমলী অধঃপতন থেকে মুক্তির উপায়

আমলী অধঃপতন থেকে মুক্তি পাওয়া একজন মুমিনের জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই অধঃপতন মানুষকে ঈমান ও আমল থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, যার ফলে আখিরাতে বড় ক্ষতি হয়। মুক্তির জন্য কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সঠিক পথ অনুসরণ করা আবশ্যক।

১. তাওবা ও ইস্তিগফার

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“নিঃসন্দেহে আল্লাহ তওবা করা ব্যক্তিদের ভালোবাসেন এবং পরিশুদ্ধ হওয়া লোকদেরও।”
— (সূরা আল-বাকারা: ২২২)

তাওবা ও ইস্তিগফার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে, পুরাতন গুনাহ মুছে দেয়।

২. আমল সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া

নিয়মিত নামাজ আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও নফল ইবাদত চালিয়ে যাওয়া।

৩. ভালো সঙ্গ ও দ্বীনি পরিবেশ গঠন

ভাল সঙ্গী ও দ্বীনি পরিবেশ মানুষকে আল্লাহর পথে স্থির রাখে।

৪. আত্মসমালোচনা ও নিজের ত্রুটি বুঝে সংশোধন

প্রত্যহ নিজের আমল ও অন্তর পর্যালোচনা করা।

৫. ধৈর্য্য ও স্থিরতা

বিপদ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় ধৈর্য্য ধরে আমল অব্যাহত রাখা।

৬. সহায়ক আলেম ও মুরব্বিদের সঙ্গে যোগাযোগ

মসজিদ, মাদ্রাসা ও দ্বীনি সমাবেশে অংশ নেওয়া।

৭. দোয়া ও আল্লাহর সাহায্য চাওয়া

নিয়মিত দোয়া করে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা।

আমলী অধঃপতন থেকে মুক্তি কঠিন নয়, তবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর পথে ফিরে আসতে হবে। তাওবা, নিয়মিত আমল, ভালো সঙ্গ, ধৈর্য্য ও আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা রাখলে মুক্তি নিশ্চিত।

অধ্যায় ১৪: ইসলামি শিক্ষা ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ

ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার ও ইবাদতের বিধান নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা সমাজের সকল স্তরে ন্যায়, সততা ও মানবতা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। আজকের সমাজ নানা ধরণের চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা নিয়ে জর্জরিত, যা আমলী অধঃপতনের কারণ হিসেবে কাজ করে। তাই ইসলামি শিক্ষার আলোকে এসব সামাজিক সমস্যা নিরসন করা অত্যন্ত জরুরি।

১. সামাজিক অপরাধ ও গুনাহ বৃদ্ধি

বর্তমান সমাজে মাদকাসক্তি, দুর্নীতি, অবিচার, দাঙ্গা-বিদ্রোহ ইত্যাদি বেড়ে চলেছে, যা মানুষের ঈমান ও আমল ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইসলাম এসবকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

২. পারিবারিক অবক্ষয়

পরিবার হলো সমাজের মূলকাঠামো। পরিবারের অবক্ষয় সমাজে অস্থিরতা ও অনৈতিকতার বিস্তার ঘটায়। ইসলামে পরিবারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে পারস্পরিক মমতা, শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব পালনের শিক্ষা দেওয়া হয়।

৩. শিক্ষা ও আলেমের অবস্থা

সঠিক শিক্ষা ও আলেমদের ভূমিকা সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। কিন্তু আজকাল অনেক স্থানে দ্বীনি শিক্ষা ও আলেমদের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে, যা আমলহীন সমাজ সৃষ্টি করছে।

৪. প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রভাব

তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধার পাশাপাশি এর অপব্যবহার সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ফেক নিউজ, অনৈতিক বিষয়বস্তু ও অনর্থক সময় ব্যয় আমলের অবক্ষয়ে অবদান রাখে।

৫. করণীয়

•সমাজে ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও প্রাচীর রচনা

•পরিবার ও স্কুলে নৈতিক শিক্ষা জোরদার করা

•আলেম ও দাঈদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা

•প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করা

•সমাজে ইসলামের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সকলের সহযোগিতা।

সমাজের উন্নতি ও আমল বৃদ্ধি ইসলামের মিশনের মূল। সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামী শিক্ষা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। তাই আমাদের উচিত একযোগে কাজ করে একটি নৈতিক ও ধার্মিক সমাজ গঠন করা।

অধ্যায় ১৫: আমলী জীবনের পুনর্গঠন

আমল মানুষের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আত্মার প্রতিবিম্ব। তবে বর্তমান সময়ে আমলের অবক্ষয় স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। এজন্য আমলী জীবনের পুনর্গঠন জরুরি, যা শুধুমাত্র বাহ্যিক নয়, অন্তর ও মনন পরিবর্তনের মাধ্যমে হবে। এই অধ্যায়ে আমলী জীবনের পুনর্গঠনের কারণ, উপায় ও গুরুত্ব আলোচনা করা হবে।

১. আমলী জীবনের অবক্ষয়ের কারণসমূহ

•ঈমানের দুর্বলতা ও অন্তরের অশুদ্ধতা

•সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের খারাপ প্রভাব

•অস্থির ও ব্যস্ত জীবনযাপন

•শয়তানের প্রলোভন ও মায়া

•সঠিক দ্বীনি জ্ঞানের অভাব

২. পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য

•অন্তরের পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করা

•আমলকে ধারাবাহিক ও ফলপ্রসূ করা

•আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

•নেক কর্মের মাধ্যমে আখিরাতের জয় নিশ্চিত করা

৩. আমলী পুনর্গঠনের উপায়

•নিয়মিত তাওবা ও ইস্তিগফার

•দ্বীনি শিক্ষার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি

•সময়ের সদ্ব্যবহার ও পরিকল্পিত জীবনযাপন

•ভালো সঙ্গ ও দ্বীনি পরিবেশে থাকা

•আমল সংরক্ষণের জন্য নিজেকে নিয়মিত মূল্যায়ন করা

৪. উলামায়ে কেরামের বাণী

ইমাম আল-গাজ্জালী (রহ.) বলেন—

> “আত্মার সুস্থতা ছাড়া আমল শূন্য।”
(ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন)

ইবনে তাঈমিয়া (রহ.) বলেন—

> “পুনর্গঠন হলো আত্মার পুনর্জন্ম।”
(মাজার ইল্মা ইলাল আমাল)

৫. করণীয়

•নিজের তাওবা ও ইস্তিগফারকে নিয়মিত রাখা

•নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও জিকির করা

•পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামে আদায় করা

•ক্ষুদ্র নেক আমলও অব্যাহত রাখা

•খারাপ অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা চালানো

আমলী জীবনের পুনর্গঠন হল ঈমান ও আমলের জীবনী শক্তি পুনরুদ্ধারের এক গুরুত্বরূপ ধাপ। এর মাধ্যমে একজন মুসলমান নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, আমলকে শক্তিশালী করে এবং আল্লাহর পথে অবিচল থাকে। তাই সকলের উচিত নিজেকে নিয়মিত পর্যালোচনা করে জীবনের এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকা।

অধ্যায় ১৬: দুনিয়া ও আখিরাতের পার্থক্য এবং প্রভাব

মানুষের জীবনের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দুনিয়া ও আখিরাত। দুনিয়া হলো সাময়িক জীবন যেখানে আমরা কাজ করি, বসবাস করি এবং পরীক্ষা গ্রহণ করি; আর আখিরাত হলো চিরন্তন পরজীবন যেখানে আমাদের আমল অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি পেতে হবে। দুনিয়া ও আখিরাতের পার্থক্য বোঝা ও সেই অনুযায়ী আমল পরিচালনা করা আমলী জীবনের মূল চাবিকাঠি।

১. দুনিয়ার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য

•ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল

•মায়া ও মোহের স্থান

•পরীক্ষার ক্ষেত্র

•শয়তানের কৌশলের প্রধান সারণি

২. আখিরাতের প্রকৃতি

•চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর

•ন্যায় বিচার ও প্রতিফলনের স্থান

•জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব

•শুদ্ধ আত্মার আসল গন্তব্য

৩. কুরআনে দুনিয়া ও আখিরাতের তুলনা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

حوَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"আর দুনিয়া জীবন কিছুই না ছাড়া খেলাধুলা ও বিনোদন; অথচ পরকাল হলো প্রকৃত জীবন যদি তারা বুঝত।" — (সূরা আল-অনকাবুত: ৬)

৪. দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতি মনোভাব

•দুনিয়া মালিকানা নয়, বরং ব্যবহারের স্থান

•আখিরাতের জন্য দুনিয়া হলো প্রস্তুতির মঞ্চ

•দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব বুঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিয়োজিত হওয়া

৫. দুনিয়ার প্রলোভন থেকে মুক্তির উপায়

•দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা

•নিয়মিত তওবা ও ইস্তিগফার

•আল্লাহর স্মরণ ও নামাজে মনোযোগ বৃদ্ধি

•ভালো সঙ্গ ও দ্বীনি পরিবেশ বজায় রাখা

৬. উলামায়ে কেরামের বাণী

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বলেন—

> **"দুনিয়ার মায়া ছেড়ে দিলে অন্তর মুক্ত হয় এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়।"**
(ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন)

ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) বলেন—

> **"যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা কমিয়ে আখিরাতের জন্য প্রস্তুত হয়, সে প্রকৃত সফল।"**
(জাওয়াবু সালিহ)

৭. করণীয়

•দুনিয়ার মাল-সম্পদ ও অবস্থানের প্রতি যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি রাখা

•আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে সামনে রেখে আমল পরিচালনা করা

•দুনিয়া থেকে বেশি আখিরাতের জন্য প্রাধান্য দেওয়া

•নিজের অবস্থান নিয়মিত পর্যালোচনা ও সংশোধন করা

দুনিয়া ও আখিরাতের পার্থক্য বোঝা ও তা অনুসারে জীবন পরিচালনা করা একজন মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়া যেখানে ক্ষণস্থায়ী, সেখানে আখিরাত চিরস্থায়ী। তাই দুনিয়া জীবনকে এক মাত্র প্রস্তুতি হিসেবে গ্রহণ করে আমল করতে হবে যাতে আখিরাতের সুখ-শান্তি অর্জন করা যায়।

অধ্যায় ১৭: সমসাময়িক সমাজে আমলের অবস্থা

বর্তমান যুগে মুসলমানদের আমলগত দুর্বলতা এক গভীর সংকট হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। অনেকেই মুসলমান পরিচয়ে বাঁচলেও আমল, ইবাদত ও দ্বীনি দায়িত্ব পালনে গাফেল হয়ে পড়েছেন। এই অধ্যায়ে আমরা সমসাময়িক সমাজে আমলের বাস্তব চিত্র, তার কারণ, প্রভাব এবং উত্তরণের উপায় নিয়ে বিশ্লেষণ করব।

১. সমসাময়িক সমাজে আমলের দুর্বলতা

আজকাল মুসলমানদের মধ্যে নামাজ, রোযা, যাকাত, হজ ইত্যাদি মৌলিক ইবাদতের চর্চা দিন দিন কমে যাচ্ছে। অনেকেই কেবল ঈদে-মৌসুমে ধর্ম পালনে অংশ নেন, নিয়মিত আমলে আগ্রহী নন। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দ্বীন থেকে দূরত্ব লক্ষ্যণীয়।

২. আমলহীনতা বৃদ্ধির কারণসমূহ

•দুনিয়ার মোহ ও ভোগবিলাসে আসক্তি

•সামাজিক মিডিয়ার আসক্তি ও সময় অপচয়

•ইসলামি জ্ঞানের অভাব ও অজ্ঞতা

•ভালো সঙ্গের অভাব ও দুর্বল পারিবারিক পরিবেশ

•আখিরাত সম্পর্কে চিন্তা ও প্রস্তুতির ঘাটতি

৩. কুরআনের দৃষ্টিতে গাফেল সমাজ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

“আর তুমি তার অনুসরণ করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি।”
— (সূরা কাহফ: ২৮)
এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ, তারা পথভ্রষ্ট ও অন্ধভাবে জীবনযাপন করছে।

৪. হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> "এক সময় আসবে, যখন মুসলমানদের নাম থাকবে, কিন্তু তারা ইসলাম থেকে বহু দূরে থাকবে।"
— (বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান)

৫. সমসাময়িক সমাজে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন

•ইসলামি শিক্ষার অনলাইন প্রসার

•তরুণদের মাঝে দ্বীনি জাগরণে আগ্রহ বৃদ্ধি

•ইসলামিক স্কলারদের দাওয়াহ ও বিভিন্ন দীনী মজলিস

•হিফজ, তাফসির ও হাদীস শিক্ষার নতুন উদ্যোগ

৬. উত্তরণের পথনির্দেশ

•পরিবারভিত্তিক দ্বীনি পরিবেশ গড়ে তোলা

•মসজিদ ও মাদরাসার কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ

•দ্বীনি শিক্ষা ও ইসলামী বই পড়ার অভ্যাস

•আলেমদের সংস্পর্শে থাকা ও ভালো বন্ধু নির্বাচন

•আমল বাড়াতে দৈনিক তালিকা তৈরি ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

৭. ওলামায়ে কেরামের দিকনির্দেশনা

শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) বলেন—

> "যে সমাজ ইবাদত থেকে বিমুখ, সে সমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।"
(আল-ফতুহ আল-গায়ব)

ইমাম নববী (রহ.) বলেন—

> **"ইলম ও আমলের সমন্বয় ছাড়া সমাজে হিদায়াত আসে না।"**
(শরহ মুসলিম)

৮. করণীয়

•ব্যক্তিগত আমলের প্রতি যত্নশীল হওয়া

•সমাজে দ্বীনি দাওয়াহ চালু রাখা

•তরুণ প্রজন্মের মাঝে আমলের পরিবেশ সৃষ্টি করা

•ইসলামি মিডিয়া ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো

সমসাময়িক সমাজে আমলের দুর্বলতা এক বাস্তব ও গভীর সংকট। তবে এর মধ্যে কিছু আলোর রেখাও দেখা যাচ্ছে। যদি আমরা সচেতনভাবে ইসলামি শিক্ষা, আমল ও দাওয়াহকে বিস্তৃত করি, তবে এই সংকট কাটিয়ে উঠা সম্ভব। নিজে আমল করা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করাই আমাদের দায়িত্ব।

অধ্যায় ১৮: প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাব

একজন মুসলমানের আমলী জীবন গঠনে প্রশিক্ষণ, সঠিক শিক্ষা এবং অনুকূল পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু জ্ঞান অর্জন করলেই আমল পরিপূর্ণ হয় না, বরং সেই জ্ঞান অনুযায়ী জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে হলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, বাস্তবমুখী শিক্ষা ও সহায়ক পরিবেশ অপরিহার্য।

১. প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই নবী করিম (সা.) সাহাবাদের শুধু ইলম দিতেন না, বরং ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্য প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মজবুত ব্যবস্থা করতেন।

আল্লাহ বলেন—

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

“তোমরাই হলে সেই শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে।”
— (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

এই শ্রেষ্ঠত্ব কেবল ইলমে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং আমল, দাওয়াহ ও চরিত্রে তা বাস্তবায়িত হয়েছিল।

২. ইসলামি শিক্ষার ভূমিকা

•ইসলামি শিক্ষা দ্বীন বোঝার মাধ্যম। তবে তা যদি কেবল মুখস্থকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে আমলী উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্য দরকার—

•দ্বীনি শিক্ষার সাথে চরিত্র গঠনের অনুশীলন

•বাস্তব জীবনের সমস্যার ইসলামি সমাধান শেখানো

•আমলগত পরিবর্তনে শিক্ষার ব্যবহারিক দিক

৩. পরিবেশের প্রভাব

•পরিবেশ মানুষকে গঠন বা ধ্বংস দুই দিকেই নিয়ে যেতে পারে। পরিবার, বন্ধু, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—সবই একেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ। যেমন:

•পরিবার: যদি পরিবারে বড়রা নিয়মিত নামাজ পড়ে, রোযা রাখে, সন্তানরাও সহজে দ্বীনের দিকে আসে।

•প্রতিবেশী ও সমাজ: ভালো পরিবেশ আমল করতে উৎসাহ দেয়

•খারাপ পরিবেশ গুনাহর দিকে নিয়ে যায়।

•স্কুল-মাদরাসা: শুধুমাত্র একাডেমিক নয়, আখলাক ও আমলের পরিবেশ থাকলে ছাত্রদের ভেতর দ্বীনী চরিত্র গড়ে ওঠে।

৪. হাদীসের দৃষ্টিতে

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> **"প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের উপর জন্ম নেয়, কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।"**

— (সহীহ মুসলিম: হাদীস ২৬৫৮)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়—পরিবার ও পরিবেশ শিশুর দ্বীনী ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫. ওলামায়ে কেরামের মতামত

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন—

> **"শুধু জ্ঞান নয়, আমল এবং তাযকিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত মুসলমান তৈরি হয়।"**
— (ইহয়া উলুমিদ্দীন)

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন—

> **"ভালো শিক্ষকের সংস্পর্শ, সঠিক পাঠ্যক্রম ও অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদের চরিত্র ও আমল গঠিত হয়।"**

৬. করণীয়

•পরিবারে দ্বীনী পরিবেশ গঠন

•দ্বীনদার বন্ধু-বান্ধব নির্বাচন

•এমন মাদরাসা বা শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যয়ন করা যেখানে আমলগত অনুশীলনের সুযোগ থাকে

•দ্বীন শেখা ও শেখানো উভয় কাজে নিয়মিত থাকা

•সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণমূলক দ্বীনী কর্মশালায় অংশগ্রহণ

প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও পরিবেশ—এই তিনটি স্তম্ভ একজন মুসলমানের আমলী উন্নতির ভিত্তি। এদের সমন্বয়ে একজন দ্বীনদার, চরিত্রবান ও আমলকারী মানুষ গড়ে ওঠে। তাই আমাদের উচিত, শুধু জ্ঞান অর্জন নয়, বরং জীবনব্যাপী ইসলামের চর্চা নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ ও কার্যকর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

অধ্যায় ১৯: আল্লাহর প্রতি আত্মবিশ্বাস

একজন মুমিনের জীবনে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আত্মবিশ্বাস একজন মানুষকে আমলে অবিচল থাকতে সাহায্য করে, বিপদ-আপদে ধৈর্য ধরতে প্রেরণা দেয় এবং গুনাহের জীবন থেকে তাওবার পথে ফিরিয়ে আনে। আমলী অধঃপতনের অন্যতম প্রতিষেধক হলো—আল্লাহর উপর দৃঢ় আস্থা রাখা।

১. কুরআনের দৃষ্টিতে আত্মবিশ্বাস

আল্লাহ বলেন—

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।"
— (সূরা আত-তালাক: ৩)

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর প্রতি আত্মবিশ্বাস শুধু রূহানিয়াত নয়, বরং বাস্তব জীবনে সফলতার মূল ভিত্তি।

২. হাদীসের আলোকে আত্মবিশ্বাস

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> **"যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে, তবে যেমনিভাবে পাখি সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে, তেমনিভাবে তোমাদেরকেও রিযিক দিতেন।"**
— (তিরমিযী: হাদীস ২৩৪৪)

এখানে তাওয়াক্কুল বা আত্মবিশ্বাসের বাস্তব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

৩. আমল ও আত্মবিশ্বাসের সম্পর্ক

•আল্লাহর উপর ভরসা না থাকলে—

•মানুষ সহজেই হতাশ হয়ে যায়

•গুনাহ থেকে ফিরে আসতে সাহস পায় না

•ইবাদতে অবহেলা দেখা দেয়

আর যাদের আত্মবিশ্বাস মজবুত—

•তারা গুনাহে পতিত হলেও পুনরায় তাওবা করে উঠে দাঁড়ায়

•বিপদের সময় আমলে অটল থাকে

•আল্লাহর রহমতের আশা কখনো ছাড়ে না

৪. ওলামায়ে কেরামের বাণী

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন—

> **"আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এমন এক ইবাদত, যা অন্তরের শক্তি ও শান্তির উৎস।"**

ইমাম নববী (রহ.) বলেন—

> **"যে ব্যক্তি তার সকল বিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার ঈমান পূর্ণতা পায়।"**
— (আল-আযকার)

৫. করণীয়

•সব কাজে আল্লাহর উপর নির্ভরতা রাখা

•গুনাহের পর হতাশ না হয়ে তাওবা করে ফিরে আসা

•দু'আ ও জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করা

•সাহস ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য কুরআনের কাহিনি ও রাসূলদের জীবনী পাঠ

হতাশা ও দুর্বলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দোয়া পড়া—

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।"
— (সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)

আল্লাহর প্রতি আত্মবিশ্বাস একজন মুসলমানের রূহানী ও আমলী শক্তির প্রধান উৎস। এ আত্মবিশ্বাস তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে, আমলকে দৃঢ় করে এবং গুনাহ থেকে রক্ষা করে। তাই মুমিনের উচিত—জীবনের প্রতিটি দিকেই আল্লাহর উপর ভরসা রাখা ও তাঁর সাহায্য কামনা করে আমলী অধঃপতন থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টায় রত থাকা।

অধ্যায় ২০: আত্মবিশ্লেষণ ও ভয় সংক্রান্ত পর্যালোচনা

আমলী অধঃপতন থেকে বাঁচতে আত্মবিশ্লেষণ ও আল্লাহভীতির গুরুত্ব অপরিসীম। একজন মুমিনের উচিত প্রতিদিন নিজের আমল, নিয়ত ও অন্তরের অবস্থার পর্যালোচনা করা। আত্মবিশ্লেষণ মানুষকে গুনাহের পথ থেকে ফিরিয়ে আনে এবং আল্লাহভীতি তাকে আমলে অটল রাখে। আল্লাহর ভয় যেমন গুনাহ থেকে রক্ষা করে, তেমনি আত্মবিশ্লেষণ আত্মার শুদ্ধির জন্য অপরিহার্য উপায়।

১. কুরআনের আলোকে আত্মবিশ্লেষণ ও ভয়

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ<

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন দেখে, সে আগামী (আখিরাত) এর জন্য কী প্রস্তুত করেছে।"
— (সূরা হাশর: ১৮)

এই আয়াতে আল্লাহ আমাদের আত্মবিশ্লেষণের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমরা পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

২. হাদীসের আলোকে আত্মসমালোচনা ও ভয়

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> **"বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসের হিসাব রাখে এবং মৃত্যুর পরে জীবন (আখিরাত)-এর জন্য কাজ করে।"**
— (তিরমিযী: হাদীস ২৪৫৯)

আল্লাহভীতির ব্যাপারে তিনি আরও বলেন—

> **"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উত্তরণের পথ করে দেন।"**

— (সূরা আত-তালাক: ২)

৩. আত্মবিশ্লেষণ কীভাবে আমলকে প্রভাবিত করে

•আত্মবিশ্লেষণ মানুষকে গুনাহর সংস্পর্শে আসলে সতর্ক করে তোলে।

•নিজের ভুল চিনতে পারলে তাওবার পথ খোলে।

•আমলের উন্নতির জন্য আত্মসমালোচনা অপরিহার্য।

•অন্তরের পবিত্রতা ও আমলের বিশুদ্ধতার জন্য আত্মপর্যালোচনা কার্যকর।

৪. আল্লাহভীতি ও এর প্রভাব

•আল্লাহভীতি একজন মুমিনকে—

•গোপন ও প্রকাশ্য গুনাহ থেকে রক্ষা করে

•নিয়মিত ইবাদতে উদ্যমী রাখে

•আমলকে রিয়া ও আত্মপ্রশংসা থেকে রক্ষা করে

•মৃত্যুর স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আখিরাতের প্রস্তুতিতে সাহায্য করে

৫. ওলামায়ে কেরামের বাণী

ইমাম হাসান বসরী (রহ.) বলেন—

> **“ঈমানদার ব্যক্তি গুনাহ করলেও তা নিয়ে চিন্তিত থাকে; আর মুনাফিক শত গুনাহ করেও তা ভুলে যায়।”**

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন—
> **“আল্লাহর ভয়ে কান্না করা এমন একটি গুণ, যা হৃদয়কে জীবন্ত করে তোলে।”**

৬. করণীয়

•প্রতিদিন নিরিবিলি সময়ে নিজের কাজকর্ম পর্যালোচনা করা

•নফসকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা

•গুনাহ স্মরণ করে তাওবা করা

•আল্লাহভীতির জন্য জাহান্নামের আযাব ও কবরের শাস্তির কথা স্মরণ রাখা

•আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার জন্য দু'আ ও কান্না করা

আত্মবিশ্লেষণ ও আল্লাহভীতি—দুইটি শক্তি একজন মুমিনকে আমলী অধঃপতন থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। গুনাহে পতিত হওয়া মানুষের স্বভাব, কিন্তু সেই গুনাহের পরেও ফিরে আসা, নিজের ভুল চিনে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়াই আত্মবিশ্লেষণ ও ভয় থেকে উৎসারিত হয়। তাই সফল হতে চাইলে আমাদের উচিত আত্মসমালোচনার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং আল্লাহকে সর্বদা ভয় করা।

অধ্যায় ২১: সাফল্যের চাবিকাঠি–ইবাদত ও পুণ্য কর্ম

মানুষের জীবনে প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের ওপর। দুনিয়ার অর্জনগুলো ক্ষণস্থায়ী; প্রকৃত সফলতা হলো—আখিরাতে মুক্তি লাভ করা। আর এই মুক্তির প্রধান চাবিকাঠি হলো নিয়মিত ইবাদত ও সৎকর্ম। কুরআন ও হাদীস বারবার এ বিষয়ে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ইবাদতহীন জীবন ব্যর্থতার নামান্তর।

১. কুরআনের আলোকে ইবাদতের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন—

ح‌وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।"
— (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)

এই আয়াতটি মানুষ ও জিন জাতির জীবনের মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছে—তা হলো আল্লাহর ইবাদত।

২. হাদীসের আলোকে ইবাদতের মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> "কিয়ামতের দিন মানুষের প্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাত (নামায) নিয়ে। যদি সালাত সঠিক হয়, তবে তার সব আমলই সঠিক গণ্য হবে।"
— (তিরমিযী: হাদীস ৪১৩)

এই হাদীস প্রমাণ করে, ইবাদতের মধ্যে নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর শুদ্ধতা গোটা আমলের শুদ্ধতার মানদণ্ড।

৩. ইবাদত ও পুণ্য কর্ম কীভাবে সাফল্য এনে দেয়

- ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।
- সৎকর্ম মানুষের আত্মাকে নির্মল ও স্থির রাখে।
- পুণ্য কর্ম আখিরাতের সঞ্চয় বাড়ায়।
- ইবাদত মানুষকে গুনাহ ও অবনতির পথ থেকে ফিরিয়ে আনে।

৪. নিয়মিত কিছু ইবাদত ও নেক আমল

- পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাসময়ে আদায় করা
- কুরআন তিলাওয়াত
- রমজানের রোযা ও নফল রোযা (সোম ও বৃহস্পতিবার)
- সকাল-সন্ধ্যার জিকির
- গরীব-দুঃখীদের দান-সদকা
- সদ্ব্যবহার ও উত্তম চরিত্র

৫. ওলামায়ে কেরামের বাণী

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) বলেন—

> "ইবাদত হলো আত্মাকে আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত করার মাধ্যম, যার মাধ্যমে অন্তর পবিত্র ও শান্ত হয়।"
— (ইহ্যাউ উলুমিদ্দীন, খণ্ড ১, পৃ. ৭৪)

৬. করণীয়

- ইবাদতের সময় নির্ধারণ করে তা পালন করা
- গাফেলতা দূর করতে দোয়া ও জিকিরে মনোযোগী হওয়া
- নিয়মিত সৎকাজে অংশ নেওয়া
- নফল ইবাদতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া
- পুণ্যকাজের জন্য ভালো পরিবেশ ও বন্ধু বেছে নেওয়া

অধ্যায় ২২: ঈমানের জোর ও প্রমাণ

ঈমান একজন মুমিনের জীবনের মূল ভিত্তি। ঈমানের জোর মানেই হলো আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। ঈমান শুধু মুখের কথা নয়—বরং তার প্রমাণ দিতে হয় আমল, আখলাক ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে। আমলী অধঃপতন থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে ঈমানের জোর থাকা আবশ্যক, যা ব্যক্তিকে দৃঢ়তা ও ধারাবাহিকতা দান করে।

১. কুরআনে ঈমানের শক্তি ও প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

"মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়।"
— (সূরা আনফাল: ২)

এই আয়াত প্রমাণ করে—সত্যিকার ঈমান মনের গভীর থেকে আত্মপ্রকাশ করে এবং তা আল্লাহর ভয়ে কাঁপে ও তাঁর আদেশে বৃদ্ধি পায়।

২. হাদীসের আলোকে ঈমানের পরিচয়

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> **"তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান এবং সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় হবো।"**
— (সহীহ বুখারী: হাদীস ১৫)

এখানে ঈমানের প্রকৃত প্রমাণ ব্যক্তির ভালোবাসা, আনুগত্য এবং আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও অনুসরণ।

৩. ঈমানের জোর থাকা মানে কী?

- বিপদের সময় ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখানো
- গুনাহর প্রলোভনে নিজেকে সংযত রাখা
- নেক কাজের প্রতি আগ্রহী হওয়া
- আল্লাহর বিধানের উপর পূর্ণ আস্থা রাখা
- দুনিয়ার মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা

৪. ঈমানের দুর্বলতা ও অধঃপতন

যখন ঈমান দুর্বল হয়—

- তখন মানুষ গুনাহকে হালকা মনে করে
- নিয়মিত ইবাদতে অনীহা আসে
- আত্মার মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়
- পরকালকে ভুলে যায়

৫. ঈমান শক্তিশালী করার উপায়

- কুরআন তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর
- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনী অধ্যয়ন
- নেককার বন্ধু ও পরিবেশে থাকা
- গুনাহ থেকে দূরে থাকা

- নিয়মিত দোয়া ও ইস্তিগফার করা

৬. ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন—

> “ঈমান যদি অন্তরে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা ব্যক্তিকে সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও দৃঢ়তায় অনড় রাখে।”
— (মাজমু’ আল-ফাতাওয়া, খণ্ড ৭, পৃ. ৩৭৩)

৭. করণীয়

- ঈমান বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত কুরআন ও হাদীস পাঠ
- গাফেলতা থেকে বাঁচার জন্য চিন্তা ও মুরাকাবা
- দুনিয়ার মোহকে উপেক্ষা করে আখিরাতমুখী চিন্তা
- অন্তরকে জাগ্রত রাখতে আল্লাহর স্মরণ ও জিকির

ঈমানই একজন মুমিনের মূল শক্তি। এটি যত বেশি দৃঢ় হবে, জীবনের প্রতিটি কাজ তত বেশি আল্লাহমুখী হবে। ঈমানের প্রমাণ দিতে হয় আমলে, চরিত্রে ও ধৈর্যে। তাই ঈমানকে শক্তিশালী করে তোলাই আমলী অধঃপতন থেকে মুক্তির অন্যতম পথ।

অধ্যায় ২৩: দুনিয়ার মোহ এবং তার ক্ষতিকর প্রভাব

দুনিয়া মানুষের জন্য পরীক্ষার স্থান। এই দুনিয়া চমৎকার, বাহ্যিকভাবে আকর্ষণীয় এবং অস্থায়ী। মানুষ যখন এর মোহে পড়ে যায়, তখন আখিরাত ভুলে যায় এবং ধীরে ধীরে আমলী অধঃপতনের পথে পা বাড়ায়। তাই দুনিয়ার মোহকে নিয়ন্ত্রণ না করলে তা দ্বীনি জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

১. কুরআনের বর্ণনায় দুনিয়ার মোহ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَـٰدِ

"জেনে রেখো! পার্থিব জীবন কেবল খেলাধুলা, ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা, একে অপরের মধ্যে গর্ব করা ও ধন-সন্তানে প্রতিযোগিতা।"
— (সূরা হাদীদ: ২০)

এই আয়াত মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়—দুনিয়ার মোহ শুধু ক্ষণস্থায়ী এবং এটি এক ধরনের বিভ্রান্তি।

২. হাদীসের দৃষ্টিতে দুনিয়ার আকর্ষণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> **"দুনিয়া মিষ্টি ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ তোমাদেরকে এ দুনিয়ায় প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, তারপর দেখবেন তোমরা কেমন আচরণ করো।"**
— (সহীহ মুসলিম: হাদীস ২৭৪২)

•দুনিয়া হচ্ছে একটি পরীক্ষা—যে এতে ধোকায় পড়ে যাবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩. দুনিয়ার মোহের ক্ষতিকর প্রভাব

•ইবাদতের প্রতি অনীহা জন্মায়

•গুনাহ সহজ মনে হতে থাকে

•অন্তরে আল্লাহভীতি কমে যায়

•আখিরাত ভুলে যায়

•মানুষ অহংকারী ও আত্মপ্রেমী হয়

৪. দুনিয়ার মোহের কারণ

•দুনিয়াবি বিলাসিতা ও সম্পদের প্রতি লোভ

•মানুষের প্রশংসা ও মর্যাদার পিপাসা

•আখিরাত সম্পর্কে অজ্ঞতা

•নফসের প্রবৃত্তি ও শয়তানের ধোঁকা

৫. দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচার উপায়

•কুরআনের তাদাব্বুর ও আখিরাতের স্মরণ

•মৃত্যু ও কবরের কথা নিয়মিত স্মরণ

•নেককার বন্ধুদের সঙ্গ

•দান-সদকা ও আত্মত্যাগের অভ্যাস

•রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনী অনুসরণ

৬. ওলামায়ে কেরামের উক্তি

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন—

> “যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসে, সে আখিরাতকে ভুলে যায়। আর যে আখিরাতকে ভালোবাসে, সে দুনিয়ার মোহে পড়ে না।”
— (ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, খণ্ড ৩, পৃ. ৭৮)

৭. করণীয়

•জীবনে দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া

•নিজের চাহিদা সীমিত রাখা

•সময়ের সঠিক ব্যবহার করা

•দুনিয়ার বিপদ ও অনিত্যতা নিয়ে চিন্তা করা

•দুনিয়াবি সফলতাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে না করা

দুনিয়া মানুষের জীবনে পরীক্ষার জায়গা। একে উপভোগ নয়—জ্ঞান, দায়িত্ব ও সংযমের সাথে ব্যবহার করতে হবে। দুনিয়ার মোহে পড়ে গেলে আমল ধ্বংস হয়ে যায় এবং আল্লাহর পথে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই একমাত্র আখিরাতের সফলতা নিশ্চিত করার জন্যই দুনিয়ার মোহ থেকে দূরে থাকা উচিত।

অধ্যায় ২৪: আল্লাহর রহমতের আশা ও ভয়–আমলী জীবনের ভারসাম্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা

ইসলামে একটি ভারসাম্যপূর্ণ আমলী জীবনের মূল ভিত্তি হলো—আল্লাহর রহমতের আশা এবং তাঁর শাস্তির ভয়। একজন মুমিনের উচিত, সে যেন কখনোই আল্লাহর রহমতের আশা ছেড়ে না দেয় এবং একইসঙ্গে তাঁর শাস্তি থেকেও নির্ভার না হয়। এই ভারসাম্যই একজন মানুষকে নেক আমলে দৃঢ় রাখে এবং গুনাহ থেকে দূরে রাখে।

১. কুরআনের নির্দেশনা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿نَبِّئۡ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾٤٩ ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلۡعَذَابُ ٱلۡأَلِيمُ ﴾٥٠

“আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, আমি তো অতীব ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর আমার শাস্তি হলো অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”
— (সূরা হিজর: ৪৯–৫০)

এই দুইটি গুণ (রহমত ও শাস্তি) আল্লাহর বান্দাদের জন্য দুটি দিক নির্দেশ করে—আশা ও ভয়।

২. হাদীসের আলোকে ভারসাম্য

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> “যদি তোমরা জানতে, আমি আল্লাহর কাছে কতটা দয়ালু, তবে তোমরা পাপ করতেই সাহসী হয়ে পড়তে। আবার যদি জানতে, তিনি কতটা কঠোর শাস্তিদাতা, তবে কেউই জান্নাতের আশা করতে পারতে না।”
— (সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মিশ্র বর্ণনা)

এটি বোঝায়, মুমিনের অন্তরে রহমতের আশা এবং ভয়ের ভারসাম্য থাকা আবশ্যক।

৩. ভারসাম্য না থাকলে কী হয়?

•কেবল রহমতের আশা করলে গাফেল হয়ে পড়ে

•কেবল ভয় থাকলে হতাশ হয়ে পড়ে

•উভয়ই না থাকলে আমল ছেড়ে দেয়

•একপাক্ষিক ধারণা বিভ্রান্তিতে ফেলে

৪. সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি

হযরত উসমান (রাঃ) কবর দেখে কাঁদতেন এবং বলতেন—

> **"আমি জানি, এর পরের জীবন আরও কঠিন, তাই আমি আজ কাঁদি।"**
— (মিশকাতুল মাসাবীহ: হাদীস ৫৪৫০)

অন্যদিকে, হযরত উমর (রাঃ) বলতেন—

> **"যদি কেউ ঘোষণা করে, একমাত্র একজন জান্নাতে যাবে, আমি আশাবাদী থাকবো যে সেই আমি হবো।"**

তাঁদের জীবনে এই ভারসাম্য ছিল—আশা ও ভয়ের সুন্দর সংমিশ্রণ।

৫. ওলামায়ে কেরামের উক্তি

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন—

> **"আল্লাহর রহমতের আশা এমন হওয়া উচিত যেন কেউ দুঃসাহস না করে, আবার ভয় এমন হওয়া উচিত যেন কেউ হতাশ না হয়।"**

৬. করণীয়

•কুরআনের আয়াত ও হাদীস পাঠ করে দুটো গুণের চর্চা

•রহমতের প্রতি আশাবাদী হয়ে বেশি বেশি নেক আমল করা

•শাস্তির ভয়ে গুনাহ থেকে দূরে থাকা

•নিয়মিত আত্মসমালোচনা করা

•অন্তরে আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি করা

আল্লাহর রহমতের আশা ও ভয়—এই দুটি হচ্ছে মুমিনের জীবনের দুই ডানা। যে ব্যক্তি এই দুটি গুণে ভারসাম্য বজায় রাখে, সে সফলতার পথে থাকে। আর যে একজনকে আঁকড়ে ধরে অপরটিকে ত্যাগ করে, সে বিভ্রান্তিতে পড়ে। তাই আমাদের উচিত, এই দুটি গুণ দিয়ে আমাদের আমলী জীবন পরিচালিত করা।

অধ্যায় ২৫: আল্লাহর রহমতের আশায় ভরসা এবং আমল

আল্লাহর রহমতের প্রতি পূর্ণ ভরসা একজন মুমিনের জীবনে এক বিশেষ শক্তি ও সাহস জোগায়। এটি তার অন্তরে আশার আলো জ্বালায়, যা তাকে হতাশা ও গাফেলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। তবে কেবল আশাই যথেষ্ট নয়, বরং সেই আশা হতে হবে আমলনির্ভর। কারণ, আশাভরসা তখনই ফলপ্রসূ হয়, যখন তা কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

১. কুরআনের বাণী

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّهُۥ لَا يَاْيۡـَٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ

"আল্লাহর রহমত থেকে কেবল কাফিররাই হতাশ হয়।"
— (সূরা ইউসুফ: ৮৭)

এই আয়াত মুসলমানদের মনে গভীরভাবে আশাবাদ জাগিয়ে তোলে এবং সাহস জোগায় নেক আমলে অটল থাকতে।

২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী

> "যদি তোমরা আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা করতে, তাহলে তোমাদেরকে তিনি এমন রিজিক দিতেন, যেমন তিনি পাখিকে দেন—সকালে খালি পেটে বের হয়, আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"
— (তিরমিযী: হাদীস ২৩৪৪)

এই হাদীস আমাদের শেখায়, আশা ও ভরসা যেন অলসতা না এনে দেয়, বরং তা যেন কর্মপ্রবণতা তৈরি করে।

৩. ভুল ধারণা: শুধু আশায় ভরসা

কিছু মানুষ শুধু মুখে 'আল্লাহ রহমত করবেন' বলে গাফেল জীবনযাপন করে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> **“চতুর লোক সে, যে নিজের নফসকে কাবু করে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর নির্বোধ সে, যে নিজের নফসের খেয়াল পূরণ করে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে।”**

— (তিরমিযী: হাদীস ২৪৫৯)

৪. সাহাবাদের জীবনে বাস্তব উদাহরণ

হযরত আবু বকর (রাঃ) মৃত্যুর আগে বলেছিলেন—

> **“আমি জানি না, আমার জন্য জান্নাত প্রস্তুত হয়েছে, নাকি জাহান্নাম।”**

তারপরও তিনি আমলের ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রগামী এবং সবসময় আল্লাহর রহমতের প্রতি নির্ভর করতেন।

৫. আল্লাহর রহমতের আশায় আমলের প্রেরণা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

“আমার রহমত সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করেছে।”
— (সূরা আ'রাফ: ১৫৬)

এই আয়াত মানুষকে উৎসাহিত করে আমলে দৃঢ় থাকতে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনে মনস্থ হতে।

৬. ওলামায়ে কেরামের বাণী

ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেন—

> **“আশা সেই সময়ে প্রশংসনীয়, যখন তা মানুষকে আল্লাহর পথে চলার অনুপ্রেরণা দেয়।”**

৭. করণীয়

•আল্লহর রহমতের ওপর ভরসা রেখে গুনাহ্ থেকে তওবা করা

•কুরআন ও হাদীস পাঠের মাধ্যমে আশা দৃঢ় করা

•অলসতা ও গাফেলতা পরিহার করে নিয়মিত আমলে অভ্যস্ত হওয়া

•সর্বদা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মনোভাব রাখা।

আল্লাহর রহমতের প্রতি ভরসা মুমিনের অন্তরের আশা জাগায়, আর সে আশার বাস্তব রূপ হলো আমল। তাই কেবল মুখে ভরসা নয়, বরং আমলের মাধ্যমে সেই ভরসাকে প্রমাণ করতে হবে। আশাভরসা ও আমল—এই দুই একত্রে চললে তবেই একজন মুসলমান প্রকৃত সফলতার পথে অগ্রসর হতে পারে।

উপসংহার

মানবজীবনে ঈমান ও আমলের গুরুত্ব অপরিসীম। একজন মুসলমানের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে তার আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, নিয়মিত ইবাদত, এবং পরিশুদ্ধ আমলের ওপর। thesis-এর শুরুতে আমরা আলোচনা করেছি—"আমার আমলে অধঃপতনে করণীয় কী?"—এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা।

আমলী অধঃপতনের মূল কারণগুলো যেমন—রিয়া, আত্মপ্রশংসা, শয়তানের ধোঁকা, গাফেলতা, দুনিয়ার মোহ, খারাপ সঙ্গ ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরপর এই অধঃপতন থেকে উত্তরণের উপায়, যেমন—আল্লাহর প্রতি ভয়, তাওবা, আত্মশুদ্ধি, নিয়মিত আমল, ভালো সঙ্গ গ্রহণ, দ্বীনি শিক্ষা ও পরিবেশে বসবাস ইত্যাদি উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমলী অধঃপতন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর রহমতের আশায় আশাবাদী হওয়া জরুরি, তবে তা যেন অলসতা ও গাফেলতার অজুহাত না হয়। বরং তা হতে হবে আমলনির্ভর। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাদের জীবন থেকে আমরা শিক্ষা পাই—আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ভরসা তখনই যথাযথ, যখন তা আমলের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, একজন মুসলমানের জীবনে আমলী অধঃপতন থেকে রক্ষা পাওয়া এবং আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পথ চলাই একমাত্র উত্তম উপায়। প্রতিদিনের জীবনে আত্মসমালোচনা, নিয়মিত তওবা, ভালো বন্ধু, দ্বীনি পরিবেশ ও আমলের ধারাবাহিকতা আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করে তুলবে। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে আমলী অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করেন—এই আমাদের প্রার্থনা।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

"আমার তাওফিক কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই।"
— (সূরা হূদ: ৮৮)

সারসংক্ষেপ:

এই থিসিসের প্রতিপাদ্য ছিল: "আমার আমলে অধঃপতনে করণীয় কী?" এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমলী অধঃপতনের কারণ, প্রতিক্রিয়া এবং উত্তরণের উপায় নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১. আমলী অধঃপতনের পরিচয় ও কারণসমূহ:
ব্যক্তি যখন নিয়মিত ইবাদত ও ভালো কাজ থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে, গুনাহর প্রতি উদাসীন হয়—তখন তাকে বলা হয় আমলী অধঃপতনে পতিত। এর প্রধান কারণ হলো—শয়তানের ধোঁকা, আত্মপ্রশংসা, দুনিয়ার মোহ, গাফেলতা ও খারাপ সঙ্গ।

২. আত্মশুদ্ধি ও আমলের মান:
অন্তরের পরিশুদ্ধতা ছাড়া আমল টিকে না। আত্মশুদ্ধির জন্য দরকার তাওবা, ইস্তিগফার, আত্মসমালোচনা এবং মৃত্যুচিন্তা। আমলের মান উন্নয়ন ও নিয়মিততা বজায় রাখা অপরিহার্য।

3. আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসার ভারসাম্য:
আল্লাহর প্রতি ভয় এবং তাঁর রহমতের আশা—এই দু'য়ের ভারসাম্যই একজন মুমিনকে আমলী অধঃপতন থেকে রক্ষা করে।

8. সাহিত্য, সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব:

পরিবেশ ও সঙ্গ একজন মানুষের আমলকে গঠন করে। দ্বীনি শিক্ষা, ভালো বন্ধুত্ব, এবং ইসলামি পরিবেশ একজনকে আল্লাহমুখী করে তোলে।

৫. উপায় ও করণীয়:
প্রতিদিনের ইবাদত, নিয়মিত তাওবা, ভালো পরিবেশ বাছাই, এবং পরিকল্পিত আমলী জীবন—এসবই আমলী অধঃপতন থেকে বাঁচার কার্যকর উপায়।

এই থিসিসের মাধ্যমে পাঠক যেন আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেকে পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হন এবং আমলদার, পরহেযগার, খাঁটি মুমিন হয়ে উঠতে সচেষ্ট হন—এই কামনাই রইলো।

সূত্র তালিকা / গ্রন্থপঞ্জি

এই থিসিস গ্রন্থে ব্যবহৃত কুরআনের আয়াত, হাদীস, ওলামায়ে কেরামের বাণী এবং প্রাসঙ্গিক ইসলামি গ্রন্থসমূহের তথ্যসূত্র নিচে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হলো। এ তালিকা পাঠকের জন্য সহায়ক হবে মূল উৎস সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে।

কুরআন মাজীদ

তাফসীর ইবনে কাসীর, হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.)

তাফসীর আস-সআদী, শায়খ আবদুর রহমান আস-সআদী (রহ.)

মাআরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)

হাদীস গ্রন্থ

সহীহ বুখারী, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (রহ.)

হাদীস নং: ৫২, ৬৪৬৫

সহীহ মুসলিম, ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ (রহ.)

হাদীস নং: ১৫৯৯, ৭৮৩

সুনান তিরমিযী, ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.)

হাদীস নং: ১৬৩৩

অন্য গ্রন্থ ও রেফারেন্স

সিদ্দিকুল ফাওয়ায়েদ, ইবনে জওযী (রহ.), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭

আল-হিলইয়াহ, আবু নু'আয়ম (রহ.)

রিয়াযুস সালিহীন, ইমাম নববী (রহ.)

ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ইমাম গাজ্জালী (রহ.)

মাজমাউজ যাওয়াইদ, হাইসামী (রহ.)

ফাযায়েলে আমাল, শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া (রহ.)

আল-আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী (রহ.)

সমকালীন লেখক ও গবেষণা সূত্র

আত্মশুদ্ধির উপায়, মুফতী তাকী উসমানী

আমলী অধঃপতন ও আত্মগঠন, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)

অন্তর জাগুক, ড. সালেহ আল মুনাজ্জিদ

গুনাহ ও তার প্রভাব, মাওলানা মুফতী তাকি উসমানী (হাফিযাহুল্লাহ)

এই গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যসমূহ নির্ভরযোগ্য ইসলামি উৎস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যেকটি রেফারেন্স যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠকরা এসব মূল উৎস থেকে আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে পারেন।